দৈনিক ইনকিলাব 098
তারিখ 11 APR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ

ইদানীং পরীক্ষায় নকল-প্রবণতা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ যেন এটাকে অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয় মনে করে না। পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর ওদিকে প্রশাসনও নকল-প্রবণতা রোধে প্রয়োজনীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন। সমপ্রতি মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। এবারকার পরীক্ষা অন্যান্যবারের চাইতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ধর্মী। নকল করার হার সবচেয়ে বেশী এবার। এনিয়ে তুমুল হৈ চৈ ও তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকায় এ ব্যাপারে অনেক খবরাখবর এসেছে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকায় এবারকার এস এস সি পরীক্ষায় কিভাবে বাইরে থেকে পরীক্ষার্থীর কাছে নকল সরবরাহ করা হচ্ছে তার একটি সচিত্র প্রতিবেদন এসেছে। যা দেখে আমরা গোটা জাতি হতবাক হয়ে গেছি। মূলতঃ এটা হচ্ছে দেশ ও জাতির জন্য চরম অবমাননা। নকল কথাটা অনেক পুরনো। পদিও তা আমরা প্রায়শঃ শুনে থাকি। একটা স্বনির্ভর গ্রাম গড়ার জন্য চাই সুশিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল জনগোষ্ঠী, আর সেই জনগোষ্ঠী হতে হবে নিখুঁত ও নির্ভেজাল।

এর জন্য চাই পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের দেশে সে শিক্ষাব্যবস্থার দারুণ অভাব। আর ছাত্ররাই হচ্ছে দেশীয় প্রগতির মূল চাবিকাঠি। তারা এদেশের ভবিষ্যৎ সুনাগরিক। তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে প্রাযোজনীয় উপাদান দিয়ে যেন তারা জাতির জন্য উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে পারে। যদি সেই ছাত্ররাই দুনীর্তির মাধ্যমে তথা নকল করার মাধ্যমে শিক্ষাজীবন শেষ করে তবে তা নিরেট বোকামী বৈ কিছু নয়। তাদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পরীক্ষায় নকলের পাশাপাশি 'স্বজন প্রীতি' কথাটাকেও উপেক্ষা করা যায় না। এ অশুভ মানসিকতাকে আমাদের হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে হবে। যে কথাটা সচরাচর আমরা শুনে থাকি। পরীক্ষা কক্ষে আর একটা দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট নকল সরবরাহ করার মত একটি ঘৃণ্যতম পদক্ষেপ। এটাকে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। যে শিক্ষকরা হবেন দেশ ও জাতির দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠস্বর, সেই শিক্ষকগণ যদি দুর্নীতির নায়ক হয়ে থাকেন তবে তা জাতির জন্য কি অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। পরিশেষে বলতে চাই, নকলপ্রবণতা রোধকল্পে দৃঢ় ও বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ। তা না হলে আমাদের এ জাতি কোনদিন উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারবে না। সকলের সযোগিতা ও ঐক্য এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বের দাবী রাখে।

—মোঃ ওমর ফারুক